দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... FEB. 19 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ...

56

ইউকসু নির্বাচন ১০ মার্চ ॥ বুয়েট ক্যাম্পাসে প্রচারণা শুরু

বুয়েট রিপোর্টার ॥ বুয়েট ক্যাম্পাসে নির্বাচনী হাওয়া বইতে শুরু করেছে। ছাত্র সংগঠনগুলো নির্বাচনী প্রচারণায় নেমে পড়েছে। ইতোমধ্যে বুয়েট কর্তৃপক্ষ ইউকসু নির্বাচন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচী ও নিয়মাবলী ঘোষণা করেছে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের প্রধান আলোচ্য বিষয় ইউকসু নির্বাচন। উল্লেখ্য, আগামী ১০ মার্চ ইউকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

বুয়েট ছাত্রলীগের একাংশ এখনও নির্বাচনের ব্যাপারে একমত না হওয়ায় প্রচারণা তেমন জমে ওঠেনি। তবে খুব অল্প সময়ের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে বলে ছাত্রলীগের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে। সূত্র আরও জানায়, ইউকসু নির্বাচনের ব্যাপারে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদের সম্মতি রয়েছে। সুতরাং দু'একজনের আপত্তি নির্বাচনে তেমন কোন প্রভাব ফেলবে না।

বুয়েট ক্যাম্পাসের অন্য সংগঠনগুলোও প্রচারণায় নেমেছে। সব সংগঠনই খুঁজছে যোগ্যপ্রার্থী যাকে মনোনয়ন দিলে সে জয়ী হবে। কারণ ইউকসু নির্বাচনে রাজনৈতিক পরিচয়ের সাথে সাথে ব্যক্তিগত ইমেজ দারুণ প্রভাব ফেলে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মাঝে যার গ্রহণযোগ্যতা বেশি তাকেই মনোনয়ন দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। কয়েকজন সাধারণ ছাত্রছাত্রী এ প্রতিবেদককে জানিয়েছেন, আমরা প্রার্থী দেখে ভোট দেব। প্রার্থী যে সংগঠনেরই হোক তাতে কোন আপত্তি নেই। তবে অবশ্যই ছাত্র শিবিরের প্রার্থীকে নয়।

ইউকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন পত্র জমা দেয়ার শেষ দিন আগামী পহেলা মার্চ। মঙ্গলবার ইউকসু নির্বাচন উপলক্ষে বুয়েটের ছাত্র কল্যাণ পরিদফতর থেকে ঘোষিত বিভিন্ন কর্মসূচী ও নিয়মাবলীতে এ ঘোষণা দেয়া হয়। ঘোষিত অন্যান্য কর্মসূচীর মধ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ, মনোনয়পত্র বাছাই ও বৈধ প্রার্থীদের নামপ্রকাশ এবং ভোট গ্রহণের স্থান ও সময় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ইউকসু নির্বাচনের জন্য চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে আগামী পহেলা মার্চ। এর আগে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ হবে ২৫ ফেব্রুয়ারি। ভোটার তালিকার ব্যাপারে আপত্তি থাকলে ২৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তা দাখিল করতে হবে। মঙ্গলবার বুয়েটের ছাত্র কল্যাণ পরিদফতর থেকে প্রকাশিত নোটিসে বলা হয়েছে, শুধুমাত্র বৈধ ভোটাররাই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে এবং ভোট দিতে পারবে। এ কারণে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পরে মনোনয়নপত্রের বৈধতা পরীক্ষা করা হবে।

ইউকসু নির্বাচনে কোন প্রার্থী তাঁর মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে চাইলে আগামী ৩ মার্চ বিকাল চারটার মধ্যে প্রত্যাহার করতে পারবেন। ঐ দিনই রাত আটটায় চূড়ান্ত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হবে। নির্বাচনী আচরণবিধি শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে বলে জানা গেছে।